দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 14 APR 1987
পৃষ্ঠা ... 6 কলাম 3 ...

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স পদ্ধতি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্ত বিভাগের পরীক্ষা কোর্স পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রতি বছর পর্যায়ক্রমে সম্মান ও সাবসিডিয়ারী বিষয়ের পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হবে। এটা নিঃসন্দেহে একটা শুভ পদক্ষেপ।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাংগনে যে হালহকিকত চলছে তাতে করে সেখানে অবাধ-নির্বিঘ্ন এবং স্থিতিশীল শিক্ষার পরিবেশ অনুপস্থিত। যার ফলে নিয়মিত ক্লাস এবং পরীক্ষাসমূহ হতে পারে না। অনেক সময় দেখা যায় সময়ের অভাব হেতু পর্যাপ্ত ক্লাস নেয়া যাচ্ছে না বলে শিক্ষকরা তড়িঘড়ি করে সিলেবাস অতি দ্রুত কোন রকমভাবে শেষ করতে বাধ্য হন। এতে করে ছাত্রদের পাঠ নিতে বেশ হিমসিম খেতে হয়। তদুপরি পর্যাপ্ত সংখ্যক বই-পুস্তকের অভাব তো রয়েছেই। আর যেসব বই পাওয়া [illegible] অধিকাংশই আবার ইংরেজী। [illegible] ফলে সঙ্গত কারণেই সাধারণ ছাত্রদের বেশ সমস্যায় পড়তে হয়। এমনিতে অধিকাংশ ছাত্রই মধ্যবিত্ত পরিবারের। তাই তাদের আর্থিক টানাটানির একটা ব্যাপার রয়েছে। এছাড়া রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে সীটের অত্যন্ত প্রকট সমস্যা। যে কারণে অনেক ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে মেস ভাড়া করে থাকতে হয়। যেগুলোকে মেস না বলে বস্তি বলাই ভালো। যার পরিবেশ এক কথায় খুবই নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর।

যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করতে একজন ছাত্রের ৪ বছর সময়ের প্রয়োজন সেখানে এখন একজন ছাত্রের ক্যাম্প্যাস ছাড়তে ৭ বছর লেগে যাচ্ছে। এমনি এক দীর্ঘ যাত্রাপথে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স পদ্ধতির প্রচলন ছাত্র মহলে কিছুটা হলেও আশার সঞ্চার করতে পেরেছে বলে মনে হয়। কেননা, এতে ছাত্রদের পূর্বের ন্যায় একসাথে গোটা সিলেবাসের বোঝা বইতে হয় না। তাই এ পদ্ধতি ছাত্রদের সেই ভার থেকে কিছুটা লাঘব করেছে। এমনি এক সমস্যাঘন পরিবেশে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স পদ্ধতি চালু করা হলেও বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। আমাদের জানা মতে ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স পদ্ধতির সাথে সাথে সাপ্লিমেন্টারী দেবার রীতিও রয়েছে। এবং এসব পদ্ধতিতে এটা থাকাও প্রয়োজন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেহেতু উন্নত দেশের মতো পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা এবং স্থিতিশীল শিক্ষার পরিবেশ নেই, সেহেতু এখানে ছাত্রদের সুযোগ-সুবিধাও একটা বিবেচ্য বিষয়। ঢাকা এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি সাপ্লিমেন্টারী পদ্ধতি থাকতে পারে তাহলে রাজশাহীতে না থাকার কারণ বোধগম্য নয়। তাহলে কি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দু'টোর চেয়ে ছাত্রদের সুযোগ-সুবিধা এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের দিক থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় উন্নত পর্যায়ে অবস্থান করছে?

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোর্স পদ্ধতি চালু করা হয়েছে তাতে ছাত্রদের সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষা দেবার সুযোগ রাখা হয়নি। অর্থাৎ কোন ছাত্র কোন বিষয়ের একটি পত্রে ফল খারাপ করে তাহলে তাকে পূর্ববর্তী শ্রেণীতেই থাকতে হবে। যদিও প্রথমে বিশেষ বিবেচনায় এক বছর ছাত্রদের জন্য সাপ্লিমেন্টারী দেবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা পুনরায় রদ করা হয়েছে।

বর্তমানে ছাত্রদের দাবী অনুসারে তারা চাচ্ছে— যে পত্রে কোন ছাত্র ফল খারাপ করবে তাকে পুনরায় ৩ মাস পর কেবলমাত্র উক্ত পত্রের পরীক্ষা দেবার সুযোগ দেয়া হোক। পূর্ববর্তী বছরে ব্যবস্থা ছিল তাতে দীর্ঘ ১ বছর পর ছাত্রদের সব বিষয়গুলো পুনরায় পরীক্ষা দিতে হোত। কিন্তু সেই পদ্ধতিও এখন নেই।

এমতাবস্থায় ছাত্রদের হা-পিত্যেশ করা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু প্রশাসন এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। অথচ যা ছাত্রদের [illegible] কথা বিবেচনা করে ভেবে দেখা উচিৎ।

—আবদুস সালাম আজু